ই - সংবাদ

।। প্রেস রিলিজ - তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর - ত্রিপুরা সরকার -০৮/১১/২০১৭ ।।

গোমতী জেলায় সর্বদলীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত

উদয়পুর, ৮ নভেম্বর ।। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে গোমতী জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে এক সর্বদলীয় বৈঠক গতকাল গোমতী জেলার জেলা শাসক কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত হয় । বৈঠকে সি পি আই এম, বি জে পি, আই এন সি, সি পি আই দলের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন । জেলা শাসক র‍্যাভেল হেমেন্দ্র কুমারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে ভোটার তালিকা সংশোধনীয় কাজ বিশেষ করে স্পেশাল সামারী রিভিশন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় । জেলা শাসক জানান, আগামী ১৫-৩০ নভেম্বর ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজে বি এল ও রা বাড়ী বাড়ী গিয়ে সমীক্ষার কাজে নিয়োজিত থাকবে। বি এল ও দের কাছে নাম নথিভূক্ত করা সহ সকল প্রকার ফর্ম পাওয়া যাবে । আগামী দিনের যে সব নুতন ভোটার ভোট দেবেন তাদের জন্য আলাদাভাবে তথ্য সংগ্রহ করার ফর্মও থাকবে । জেলা শাসক গোমতী জেলার সকল রাজনৈতিক দল সহ সর্বসাধারণকে স্পেশাল সামারী রিভিশনে নির্বাচন সংক্রান্ত বিশেষ কর্মসূচিতে বি এল ও দের সকল প্রকার তথ্য সরবরাহ করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন ।

মনু বনকুলে সিক্‌লা ফান উৎসবের প্রস্তুতি

রূপাইছড়ি, ৮ নভেম্বর ।। দক্ষিণ জোনাল ভিত্তিক সিক্‌লা ফান উৎসব ২০১৭ আগামী ২৩ নভেম্বর রূপাইছড়ি ব্লকের মহামুনি ভিলেজের মনু বনকুল উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হবে । এই কর্মসূচিকে সফল করে তোলার লক্ষ্যে সম্প্রতি মনু বনকুল সাবজোনাল অফিসে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয় । দক্ষিণ জোনালের চেয়ারম্যান এম.ডি.সি. অরুন ত্রিপুরার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় এম.ডি.সি. সাথৈই মগ, দক্ষিণ জোনালের আধিকারিক ভবেশ দেববর্মা, প্রিন্সিপাল অফিসার সমরেন্দ্র দেববর্মা, রূপাইছড়ি ব্লকের বি.ডি.ও তাপস কুমার সিনহা, বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ সহ বিভিন্ন ভিলেজ কমিটির চেয়ারম্যানগণ উপস্থিত ছিলেন । এই অনুষ্ঠানকে সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে সফল করার জন্য বিভিন্ন কমিটি গঠন করা হয় ।

সিপাহীজলা জেলা ভিত্তিক আন্তঃ বিদ্যালয় নাট্য উৎসব ১৬ নভেম্বর

বিশালগড়, ৮ নভেম্বর ।। সিপাহীজলা জেলা ভিত্তিক আন্তঃ বিদ্যালয় নাট্য উৎসব আগামী ১৬ নভেম্বর সকাল ১১ টায় অফিসটিলাস্থিত টাউন হলে অনুষ্ঠিত হবে । বিশালগড় পুর পরিষদের চেয়ারম্যান পূর্ণিমা চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে পুর পরিষদের সভাগৃহে গতকাল অনুষ্ঠিত প্রস্তুতি কমিটির সভায় এই সিদ্ধান্ত হয় । তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর এবং বিশালগড় পুর পরিষদের যৌথ উদ্যোগে এবং বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর ও সমকাল নাট্য সংস্থার যৌথ সহযোগিতায় আয়োজিত এই নাট্য উৎসবে বিশালগড়, জম্পুইজলা ও সোনামুড়া মহকুমার ২টি করে নাট্য দল অংশ নেবে । নাট্য উৎসবকে সফল করে তুলতে সভা থেকে পূর্ণিমা চক্রবর্তীকে চেয়ারম্যান করে একটি প্রস্তুতি কমিটি ও চারটি উপ-কমিটি গঠন করা হয় । সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সিপাহীজলা জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়ের বরিষ্ঠ তথ্য আধিকারিক অমৃত দেববর্মা, চড়িলাম ব্লকের বিদ্যালয় পরিদর্শক চন্দনা চৌধুরী, বিশ্রামগঞ্জ এ.ডি.সির উপ-বিদ্যালয় পরিদর্শক রমা চৌধুরী সহ মহকুমার বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংস্থার প্রতিনিধিগণ ।

উত্তর জেলায় ঘর পাচ্ছে ৩,০৮৫টি পরিবার

ধর্মনগর,০৮ নভেম্বর ।। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় চলতি অর্থবছরে উত্তর জেলার ৮টি ব্লকের ৩ হাজার ৮৫টি দরিদ্র পরিবারকে গৃহ নির্মাণ করে দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পে গৃহ নির্মাণের জন্য ২ হাজার ৮১২টি পরিবারকে প্রথম কিস্তি, ১ হাজার ২৩৪টি পরিবারকে দ্বিতীয় কিস্তি এবং ৪৫টি পরিবারকে তৃতীয় কিস্তির অর্থ প্রদান করা হয়েছে। এই প্রকল্পে জেলার দামছড়া ব্লকে ৩১৩টি গৃহের অনুমোদন পাওয়া গেছে। এর মধ্যে ৩০৯টি গৃহের প্রথম কিস্তি এবং ১০২টি গৃহের দ্বিতীয় কিস্তির অর্থ প্রদান করা হয়েছে। দশদা ব্লকের অনুমোদন প্রাপ্ত ৪৯৩টি গৃহের মধ্যে ৪৮৫টি গৃহের প্রথম কিস্তি ও ১৫২টি গৃহ নির্মাণের দ্বিতীয় কিস্তির টাকা প্রদান করা হয়েছে। জম্পুইহিল ব্লকে ৯৮টি গৃহের অনুমোদন পাওয়া গেছে। এর মধ্যে প্রথম কিস্তিতে ৯৮টি, দ্বিতীয় কিস্তিতে ৪৪টি এবং তৃতীয় কিস্তিতে ২টি গৃহের নির্মাণ কাজের জন্য অর্থ প্রদান করা হয়েছে। যুবরাজনগর ব্লকে অনুমোদন পাওয়া গেছে ৩৪০টি গৃহের। এর মধ্যে প্রথম কিস্তিতে ৩৩৫টি, দ্বিতীয় কিস্তিতে ৫০টি এবং তৃতীয় কিস্তিতে ২টি গৃহের নির্মাণ কাজের জন্য টাকা প্রদান করা হয়েছে। কদমতলা ব্লকে ৭৩৬টি গৃহ নির্মাণের অনুমোদন পাওয়া গেছে। এর মধ্যে প্রথম কিস্তিতে ৭২৯টি এবং দ্বিতীয় কিস্তিতে ৪০৩টি গৃহের নির্মাণ কাজের জন্য অর্থ প্রদান করা হয়েছে। কালাছড়া ব্লকে অনুমোদন পাওয়া গেছে ২৬৭টি গৃহের। এর মধ্যে প্রথম কিস্তিতে ২৬৭টি, দ্বিতীয় কিস্তিতে ১৯৬টি এবং তৃতীয় কিস্তিতে ৮টি গৃহ নির্মাণের অর্থ প্রদান করা হয়েছে। লালজুরী ব্লকে ৩৪৩টি গৃহের মধ্যে প্রথম কিস্তিতে ৩৪২টি, দ্বিতীয় কিস্তিতে ১৪৫টি এবং তৃতীয় কিস্তিতে ২১টি গৃহ নির্মাণের অর্থ প্রদান করা হয়েছে। পানিসাগর ব্লকে ২৫০টি গৃহের মধ্যে প্রথম কিস্তিতে ২৪৭টি, দ্বিতীয় কিস্তিতে ১৪২টি এবং তৃতীয় কিস্তিতে ১২টি গৃহ নির্মাণের অর্থ প্রদান করা হয়েছে। প্রতিটি গৃহ নির্মাণে ১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা করে ব্যয় হবে বলে উত্তর ত্রিপুরা জেলার জেলা শাসক কার্যালয় থেকে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বাঘমারা ভিলেজে প্রশাসনিক শিবির ১৮ নভেম্বর

রূপাইছড়ি,০৮ নভেম্বর ।। সাব্রুম মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে রূপাইছড়ি ব্লকের এডিসি ভিলেজ প্রাঙ্গণে আগামী ১৮ নভেম্বর প্রশাসনিক ও স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হবে। শিবিরে প্রশাসন থেকে এস.টি., পি.আর.টি.সি., পারিবারিক আয় সহ বিবাহ নিবন্ধীকরণের সার্টিফিকেট দেওয়া হবে। এছাড়াও থাকবে চিকিৎসা পরিষেবার ব্যবস্থা। সংশ্লিষ্ট এলাকার জনসাধারণকে শিবিরের সুযোগ গ্রহণ করার জন্য মহকুমা প্রশাসনের পক্ষ থেকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

পুরাতন আগরতলা ব্লকে ২৪০ জনকে প্রাণী পালনে সহায়তা

জিরানীয়া, ৭ নভেম্বর ।। গীতবিতান হলে গতকাল পুরাতন আগরতলা পঞ্চায়েত সমিতির সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সবিতা দাস । সভায় বিধানসভার উপাধ্যক্ষ পবিত্র কর, পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান নীহার রঞ্জন সূর, পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সদস্য মন্টু রঞ্জন দাস ও কল্পনা দাস এবং পঞ্চায়েত সমিতির অন্যান্য সদস্য ও সদস্যাগণ, বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানগণ এবং ভিলেজ কমিটির চেয়ারম্যানগণ উপস্থিত ছিলেন । সভায় বিধানসভার উপাধ্যক্ষ পবিত্র কর বলেন, অতিবৃষ্টি ও বন্যার কারণে এবছর বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ বিশেষ করে রাস্তা, মাঠ সংস্কার, পুকুর সংস্কার এবং কৃষির কাজ ব্যাহত এবং ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ।

তিনি সংশ্লিষ্ট দপ্তর আধিকারিকদের অসমাপ্ত কাজগুলি ডিসেম্বরের মধ্যে সম্পন্ন করার জন্য পরামর্শ দেন। এছাড়া, চতুর্দশ অর্থকমিশন, পি ডি এফ, জিলাপরিষদ ও পঞ্চায়েতের অর্থে যে সব উন্নয়ন কাজ করা হয়ে থাকে সেগুলিও দ্রুত শেষ করার জন্য ব্লক ও পঞ্চায়েত আধিকারিকদের পরামর্শ দেন । সাম্প্রতিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের সহায়তার জন্য কৃষি দপ্তরের গৃহীত কর্মসূচীগুলি যাতে সঠিকভাবে রূপায়িত হয় সেই দিকে লক্ষ্য রাখতে তিনি সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের আহ্বান জানিয়েছেন । ব্লকের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচীর উল্লেখ করে বি ডি ও বিংকি সাহা সভায় জানান, ২০১৭-১৮অর্থ বছরের এ পর্যন্ত ব্লকের ১৫টি গ্রামপঞ্চায়েত ও এ ডি সি ভিলেজে এম জি এন রেগায় ৬৬ হাজার ৯৮৬টি শ্রমদিবস সৃষ্টি হয়েছে । নভেম্বর ডিসেম্বর মাসে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিতে গড়ে ৫-৬ দিন এবং এডিসি ভিলেজগুলিতে গড়ে ১০-১২ দিন করে কাজ হবে । এতে নতুন পুকুর খনন, মাঠ সংস্কার, জমি সমতলকরণ, মরশুমি বাঁধ নির্মাণ, নতুন চ্যানেল নির্মাণ ইত্যাদি কাজ হবে।

তিনি আরও জানান ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ব্লকের ১৭৩টি দরিদ্র পরিবারকে প্রধান মন্ত্রী আবাস যোজনায় (গ্রামীণ) গৃহ নির্মাণ করে দেয়ার জন্য নাম নথিভুক্ত করা হয়েছে । এরমধ্যে ১৪২টি পরিবারের জন্য প্রথম কিস্তির টাকা পাওয়া গেছে ও গৃহ নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে । ২০১৭-১৮ অর্থবর্ষেও ব্লকের আরো ১২টি পরিবারকে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় (গ্রামীণ) গৃহ নির্মাণ করে দেয়া হবে । অন্যদিকে, স্বচ্ছ ভারত মিশন ও এম জি এন রেগায় ব্লকের ২৩৭৭টি পরিবারকে পাকা শৌচালয় নির্মাণ করে দেয়া হয়েছে। খয়েরপুর পূর্ত বিভাগের প্রতিনিধি সভায় জানান, বন্যায় ব্লক এলাকার যেসব রাস্তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেগুলির সংস্কারের কাজ চলছে । এছাড়া ৯টি রাস্তা উন্নয়নের কাজ চলছে । ৯টি রাস্তার সংস্কারের কাজ শেষ হয়েছে । ২টি রাস্তার প্রোটাকশান ওয়াল নির্মাণ কাজের মধ্যে ১টির কাজ শেষ হয়েছে। খয়েরপুর বিদ্যুৎ বিভাগের প্রতিনিধি সভায় জানান, ব্লক এলাকায় ৪টি নতুন ২০০ কেভির ট্রান্সফরমার বসানো হয়েছে ।

বোধজংনগর বিদ্যুৎ বিভাগের প্রতিনিধি সভায় জানান, ঐ এলাকায় ১ কি:মি নতুন বিদ্যুৎ লাইন সম্প্রসারণ হয়েছে । এছাড়া রাজার বাঁধ, দাস পাড়া ও দুর্গাচৌধুরী পাড়ায় নতুন সাব স্টেশন বসানো হয়েছে । গ্রাম উন্নয়ন দপ্তরের আগরতলা বিভাগের প্রতিনিধি সভায় জানান, ব্লক এলাকায় ১৩টি প্রকল্পের নির্মাণ কাজের মধ্যে ৮টির নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে । এছাড়া, ব্লক এলাকায় ৪৫টি অগভীর নলকূপের পাম্পহাউস নির্মাণের কাজ হাতে নেয়া হয়েছিল। এর মধ্যে ৩৭টি পাম্প হাউস নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে । তিনি আরও জানান, ব্লকের উত্তর চাম্পামুড়ায় ১টি হেচারী তৈরী করা হবে , যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য পশ্চিম চাম্পামুড়া পঞ্চায়েতে ৫টি কাঁচা রাস্তা ইট সলিং করা হচ্ছে । এর মধ্যে দুটি রাস্তায় ইট সলিং করার কাজ শেষ হয়েছে ।

জিরানীয়া কৃষি মহকুমা কার্যালয়ের আধিকারিক সভায় জানান, আগামী বোরো মরশুমে ব্লক এলাকায় ৫২৫ হেক্টরে শ্রীপদ্ধতিতে উচ্চ ফলনশীল ধান চাষ করা হয়েছে ।জিরানীয়া প্রাণী সম্পদ বিকাশ কার্যালয়ের প্রতিনিধি সভায় জানান, এই ব্লকের ৭৬ জনকে পোল্ট্রি, ৮০ জনকে হাঁস পালন প্রকল্পে, ৫৬ জনকে ছাগল পালন প্রকল্পে এবং ২৮ জনকে গাভী পালন প্রকল্পে সহায়তা দেয়ার লক্ষ্যমাত্রা নেয়া হয়েছে । সম্প্রতি শূকর পালন প্রকল্পে ১৬ জনকে ২টি করে শূকর ছানা দেওয়া হয়েছে ।

মুখ্যমন্ত্রীর সাথে অ্যাকাউন্টেন্ট জেনারেলের সৌজন্য সাক্ষাৎ

আগরতলা, ৭ নভেম্বর ।। আজ সন্ধ্যায় অ্যাকাউন্টেন্ট জেনারেল (অডিট), ত্রিপুরা, মণীষ কুমার সচিবালয়ে মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারের সঙ্গে এক সৌজন্যমূলক সাক্ষাতে মিলিত হন । মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে শুভেচ্ছা জানান । উল্লেখ্য, তিনি সম্প্রতি এই পদে যোগদান করেছেন ।

চন্ডীপুর ব্লকে বিভিন্ন সামগ্রী প্রদান

কৈলাসহর, ৭ নভেম্বর ।। চন্ডীপুর পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে আজ জারুলতলী উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তপশীলি জাতি কল্যাণ দপ্তর ও চন্ডীপুর পঞ্চায়েত সমিতির বরাদ্দ অর্থে দরিদ্র পরিবারগুলির মধ্যে বিভিন্ন সামগ্রী প্রদান করা হয় । অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে শিক্ষামন্ত্রী তপন চক্রবর্তী বলেন, আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষদের আয়ের পথ প্রশস্থ করার লক্ষ্যে রাজ্যের সব কয়টি ব্লকে এই ধরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে । এই অনুষ্ঠানে ১৫০২ জন সুবিধাভোগীকে বিভিন্ন সহায়ক সামগ্রী প্রদান করা হচ্ছে । যার অর্থমূল্য ৯ লক্ষ ২৮ হাজার ৫০০ টাকা । তিনি বলেন, সরকার সীমিত ক্ষমতার মধ্যেও প্রতিটি পঞ্চায়েত ও এ ডি সি ভিলেজে ধারাবাহিক কর্মকান্ড জারি রেখেছে । আজকের অনুষ্ঠানে চন্ডীপুর ব্লকের ১৮টি পঞ্চায়েত ও এ ডি সি ভিলেজের ১৪৩৫জন মনিপুরী ও উপজাতি মহিলাকে তাঁতের সূতা বিতরণ করা হয় । এর জন্য ব্যয় হয়েছে ৫ লক্ষ ১৬ হাজার ৬০০ টাকা। ৪৯ জনকে দেওয়া হয়েছে সেলাই মেশিন । ব্যয় হয়েছে ২ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা । ১ লক্ষ ৩৩ হাজার ৫০০ টাকা ব্যয়ে ৫টি দলকে ব্যান্ড পার্টির বাদ্যযন্ত্র প্রদান করা হয়। ৪ জনকে দেওয়া হয়েছে সংস্কৃতি চর্চার বাদ্যযন্ত্র । এর জন্য ব্যয় হয়েছে ৬৪ হাজার টাকা । ৯জনকে দেয়া হয় লন্ড্রী সামগ্রী । অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন চন্ডীপর ব্লকের বি ডি ও প্রদীপ দেববর্মা । সভাপতিত্ব করেন চন্ডীপুর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান মধুময় মালাকার । উপস্থিত ছিলেন ঊনকোটি জিলা পরিষদের সভাধিপতি কল্পনা দেবনাথ, গৌরনগর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান শান্তি সিংহ ও ভাইস চেয়ারম্যান ইনুস মিয়া খাদিম, চন্ডীপুর পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান পুলিন পাল প্রমুখ ।

রাজ্য সরকার প্রতিটি জাতি গোষ্ঠীর শিক্ষা সংস্কৃতির বিকাশে কাজ করছে ঃ শিক্ষামন্ত্রী

কুমারঘাট, ০৭ নভেম্বর ।। শিক্ষামন্ত্রী তপন চক্রবর্তী গতকাল পেচারথলে এক অনুষ্ঠানে চাকমা ভাষায় রচিত তিনটি বইয়ের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন । বই তিনটি হল চাকমা ভাষা ব্যাকরণ, শিক্ষক শিক্ষণ সহায়িকা ও চাকমা ভাষায় ছোট গল্প । ককবরক ও অন্যান্য সংখ্যালঘু ভাষা দপ্তরের উদ্যোগে পেচারথল দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় মাঠে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা মন্ত্রী বিজিতা নাথ, ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদের কার্যনির্বাহী সদস্য সন্ধ্যারাণী চাকমা, বিধায়ক সমীরণ মালাকার, প্রাক্তন বিধায়ক অনিল চাকমা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন । অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিধায়িক অরুণ কুমার চাকমা ।

অনুষ্ঠানে তিনটি বইয়ের মলাট উন্মোচন করে শিক্ষামন্ত্রী তপন চক্রবর্তী বলেন, সরকার রাজ্যের প্রতিটি জাতি গোষ্ঠীর নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি, কৃষ্টির বিকাশ ও উন্নয়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ । এ বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিয়ে সরকার কাজ করছে । তিনি চাকমা ভাষায় রচিত তিনটি বইয়ের আনুষ্ঠানিক ভাবে উন্মোচনের দিনটিকে একটি স্মরণীয় ও ঐতিহাসিক দিন বলে উল্লেখ করেন। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, আমরা চাই সকলের জন্য শিক্ষা । সমস্ত জাতি গোষ্ঠী যাতে নিজেদের মাতৃভাষায় পড়াশোনা করতে পারে সেজন্য সরকার উদ্যোগ নিয়েছে। তিনি বলেন, রাজ্যে বর্তমানে বিদ্যালয়গুলিতে ককবরক সহ মণিপুরি, হালাম, মিজো ও মগ ভাষায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে ।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, রাজ্যে শিক্ষার মান উন্নয়নে সরকার সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে । বাজেটে প্রতি বছরই শিক্ষায় সবচেয়ে বেশী বরাদ্দ রাখা হয় । তিনি বলেন, বামফ্রন্ট সরকারই ১৯৭৯ সালের ১৯ জানুয়ারী ককবরককে রাজ্য সরকারী ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয় । অন্যান্য সংখ্যালঘু ভাষার উন্নয়ন ও বিকাশে সরকার ককবরক ও অন্যান্য সংখ্যালঘু ভাষা অধিকার গঠন করে। এই দপ্তর এখন সমস্ত সংখ্যালঘু ভাষার বিকাশে কাজ করছে ।

অনুষ্ঠানে সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষামন্ত্রী বিজিতা নাথ বলেন, রাজ্যে প্রতিটি জাতিগোষ্ঠীর মাতৃভাষায় শিক্ষাদান সুনিশ্চিত করতে সরকার গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ককবরক ও অন্যান্য সংখ্যালঘু দপ্তরের অধিকর্তা সুবল কুমার দেববর্মা । তিনি জানান, রাজ্যে বর্তমানে ২২টি কলেজ ও ১২২৫টি বিদ্যালয়ে ককবরক ভাষায়, ৩৯টি বিদ্যালয়ে মণিপুরি ভাষায়, ৩৭টি বিদ্যালয়ে মগ ভাষায়, ৯০টি বিদ্যালয়ে হালাম ভাষায়, ১৬টি বিদ্যালয়ে ডার্লং-কুকি ভাষায় এবং ১৩টি বিদ্যালয়ে গারো ভাষায় শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে । অনুষ্ঠানে চাকমা সমাজের বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বদের সংবর্ধনা জানানো হয় । পরিবেশিত হয় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ।

জীবন দেবনাথের পরিবারকে ১০ লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তার সিদ্ধান্ত

আগরতলা, ০৭ নভেম্বর ।। আজ মন্ত্রিসভার বৈঠকে নিহত গাড়ি চালক জীবন দেবনাথের পরিবারকে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে দশ লক্ষ টাকা এক্স গ্রেসিয়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে । মন্ত্রিসভার বৈঠক শেষে আজ মহাকরণে সাংবাদিকদের এই সংবাদ জানান তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রী ভানুলাল সাহা । উল্লেখ্য, গত ২০ সেপ্টেম্বর গাড়ি চালক জীবন দেবনাথ অপহৃত হয়েছিলেন । পুলিশ গত ৪ নভেম্বর তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার করে । এছাড়াও তথ্য মন্ত্রী জানান, ভেটেরিনারি কলেজে ফেকাল্টির ঘাটতি পূরণের জন্য ১৬ জন অধ্যাপককে দুই বছরের জন্য চুক্তির ভিত্তিতে নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে মন্ত্রিসভার বৈঠকে । স্টেট ফার্মাসি কাউন্সিলে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে দশটি পদে লোক নিয়োগ করার জন্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে । দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনীয়ার বাঁশপাদুয়ায় একটি নবোদয় বিদ্যালয় স্থাপন করার জন্য রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে ২৫ একর জায়গা দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে এই বৈঠকে । এছাড়াও জম্পুইজলা মহকুমার লাটিয়াছড়াতে কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্র স্থাপনের জন্য রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ৫০ একর জায়গা দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে । তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী আরও জানান, মন্ত্রিসভার বৈঠকে ত্রিপুরা বিল্ডিং রুলস, ২০০৪-এর সংশোধিতরূপে ত্রিপুরা বিল্ডিং রুলস, ২০১৭ নতুন নামাঙ্কন করে আজ মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রীকে ভারত স্কাউটস ও গাইডসের পতাকা প্রদান

আগরতলা, ০৭ নভেম্বর ।। ভারত স্কাউটস ও গাইডসের পতাকা দিবস উদযাপন উপলক্ষে ত্রিপুরা রাজ্য শাখার পক্ষ থেকে আজ সকালে মহাকরণে মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারকে পতাকা প্রদান করা হয় । এ সময় ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা সহ ভারত স্কাউটস ও গাইডসের আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন । মুখ্যমন্ত্রী ভারত স্কাউটস ও গাইডসের তহবিলে অর্থ প্রদান করেন ।

১০ নভেম্বর থেকে মহারাণী জল উৎসব

উদয়পুর, ০৭ নভেম্বর ।। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে এবং গোমতী জিলা পরিষদ ও মাতাবাড়ী ব্লকের সহায়তায় আগামী ১০ নভেম্বর থেকে ১২ নভেম্বর পর্যন্ত তিন দিন ব্যাপী উত্তর মহারাণী পঞ্চায়েতের মুক্তমঞ্চে মহারাণী জল উৎসব অনুষ্ঠিত হবে । ১০ নভেম্বর বিকাল ৫টায় এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করবেন বিধায়ক মাধব সাহা । প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন গোমতী জিলা পরিষদের সভাধিপতি সুনীতি সাহা। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন জিলা পরিষদের কৃষি বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি মোঃ ওয়াজ উদ্দীন আহমেদ, গোমতী জেলা শাসক র‍্যাভেল হেমেন্দ্র কুমার । সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন মাতাবাড়ী ব্লকের বি ডি ও সৌরভ দাস । অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন মাতাবাড়ী পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান রেখারাণী মজুমদার । উল্লেখ্য, তিনদিন ব্যাপী মহারাণী জল উৎসবে বিভিন্ন গ্রামীণ ক্রীড়া, মনসামঙ্গল, বসে আঁকো প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হবে ।